JAN 2002 JAN 28
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৭ ... ৩

রেমিট্যান্স দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান

সাঈদ ইসলাম

চট্টগ্রামের মিরশ্বরাই থানার নূরুল আলম আট বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আছেন। সেখানে একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে চাকরি করেন। প্রতি মাসে তিনি বাড়ীতে টাকা পাঠান। অধিকাংশ সময় বাড়ীতে কেউ আসার সময় তার হাতে ডলার দিয়ে দেন। কিন্তু বাড়ীতে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে তিনি সমস্যায় পড়েন। কারণ তিনি যেখানে থাকেন সেখান থেকে টাকা পাঠানোর তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। সেখানকার গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরে এসে টাকা পাঠাতে হয়। তাও এ টাকা বাড়ীতে এসে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু বাড়ীতে তার টাকা দরকার দু'তিনদিনের মধ্যে। বাধ্য হয়েই তাকে হুন্ডির আশ্রয় নিতে হয়। শুধু নূরুল আলমই নয়, ওই কোম্পানীর অনেকই নূরুল আলমের মতো পন্থা অবলম্বন করে থাকে। নির্দিষ্ট টাকার সমপরিমাণ ডলার জমা দিলেই হয়। একদিনের মাথায় দেশের নির্দিষ্ট ঠিকানায় টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। অবশ্য-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মোটা অঙ্কের কমিশন দিতে হয়।

শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাত নয়, প্রবাসী বাংলাদেশীরা পৃথিবীর যেসব দেশে কাজ করেন সব জায়গা থেকে এমন তথ্য পাওয়া যাবে। বৈধ পথ বাদ দিয়ে প্রবাসীরা এখন টাকা পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে অবৈধ হুন্ডি ব্যবস্থাকে বেছে নিচ্ছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদি বৈধ পথে তাদের আয় দেশে পাঠাতেন তাহলে বছরে কি পরিমাণ রেমিট্যান্স আসতো তা বলা মুশকিল। কারণ এখনো পর্যন্ত এ নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, দেশে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে তার প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থ প্রবাসীরা হুন্ডির মাধ্যমে পাঠায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ২০০০ সালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেছিলেন। উপরোক্ত প্রসংগগুলোর অবতারণা এ কারণে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেকটাই নির্ভর করে রেমিট্যান্স-এর ওপর। শুধু তা নয়, বাংলাদেশ দাতাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সহায়তা পায় তা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের মিলিত যোগফল রেমিট্যান্স-এর সমান। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন অর্থমন্ত্রীরা রেমিট্যান্স নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন। তাঁরা রেমিট্যান্স সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেন। এমনকি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া সরাসরি বলেছিলেন, যশোর এলাকায় হুন্ডির টাকা ব্রীফকেসে ভরে মোটরসাইকেলের মাধ্যমে ডেলিভারি দেয়া হয়। এর সঙ্গে কোন কোন ব্যাংকের শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তারা জড়িত। তিনি এ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এছাড়া তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের এক সার্কুলারে হুন্ডি ব্যবসা সম্পর্কে সকল ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়। এমনকি কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। যার ফলে বর্তমান অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা পুনরায় উল্লেখ করেছেন।

দেশের অর্থনীতিবিদরাও হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সকল উপার্জন বৈধপথে দেশে আসলে সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে ভাবতে হতো না। কারণ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা আসলে বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে (শ্রমিকরা যেসব দেশে কাজ করে) থেকে যাচ্ছে। তাঁরা প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণের চ্যানেলগুলো আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন।

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঠিক রাখার জন্য দাতাদের কাছ থেকে অর্থ ধার করে। এছাড়া দাতা দেশ এবং সংস্থাগুলো সরকারকে নানা ধরনের অনুদানও দিয়ে থাকে। দাতাদের নানা শর্ত মেনে নিয়ে এসব অর্থ ধার করে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীরা যদি বৈধ পথে তাদের সব উপার্জন দেশে পাঠাতো তাহলে সরকারকে দাতাদের মুখের দিকে তাকাতে হতো না। কারণ, প্রবাসীরা বৈধ পথে দেশে অর্থ পাঠালেও অবৈধ পথে কিন্তু তার চেয়ে কম পাঠায় না। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যের বিচার করলে এ ধারণা সত্য বলে মনে হবে।

দাতা সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সম্প্রতি প্রকাশিত ত্রৈমাসিক রিপোর্টে একটি চমৎকার তথ্য দেয়া হয়েছে। এডিবি বলেছে, বাংলাদেশ দাতাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পায় এবং দেশে যে পরিমাণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আসে রেমিট্যান্স আসে তার চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্য এবং বিদেশী বিনিয়োগের যোগফল রেমিট্যান্স থেকে কম।

এডিবির মতে, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিশেষ করে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্ট-এর ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের আগে প্রায় ৩ দশমিক ৩ মিলিয়ন বাংলাদেশী প্রবাসে কর্মরত ছিলো। এ সময় তারা প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছে। ১৯৮৬ সালে রেমিট্যান্স ৫৭৬ মিলিয়ন ডলার হলেও ২০০১ সালে তা ২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। যা একই সময়ের জিডিপির মোট ৪ দশমিক ২ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে রেমিট্যান্স-এর ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এডিবির মতে, এ পরিমাণ রেমিট্যান্স না আসলে সরকারকে বাধ্য হয়ে আমদানী কমাতে হতো।

এডিবি তাদের ত্রৈমাসিক রিপোর্টে যেসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স আসে তার একটি চমৎকার তালিকা দিয়েছে। তাদের মতে, ৭০-এর দশকে বাংলাদেশীরা সাধারণত মধ্যপ্রাচ্য থেকেই রেমিট্যান্স পাঠাতো। তখন সেখানে বাংলাদেশী শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকুরী নিয়ে যেতো। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিদেশী বাংলাদেশীরা যেসব দেশে চাকুরী নিয়ে গেছেন তারও একটি তালিকা পাওয়া গেছে। আলোচ্য সময়ে মোট শ্রমিকের ৪৭ শতাংশ সৌদিআরবে, ৯ শতাংশ কুয়েতে, ১১ দশমিক ৫ শতাংশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এবং অবশিষ্ট প্রবাসী পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকরি নিয়ে গেছেন। কিন্তু এ সময়ে দেশে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে তার ৫০ শতাংশই এসেছে সৌদিআরব থেকে। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি থেকে এসেছে মোট রেমিট্যান্স-এর ১৫ শতাংশ। এছাড়া রেমিট্যান্স-এর ১৩ শতাংশ কুয়েত থেকে, ৮ শতাংশ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এসেছে। মোট কথা, এ সময়ে মোট রেমিট্যান্স-এর ৮০ শতাংশই এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এডিবি হিসেব করে দেখিয়েছে যে, ১৯৭৬ সালে দেশে মোট ২১ বিলিয়ন রেমিট্যান্স এসেছে যা তখনকার মোট বিদেশী সাহায্য এবং সহায়তার ৬২ শতাংশ। এডিবির মতে, বিভিন্ন মেশিনারিজ এবং শিল্পের কাঁচামাল আমদানী ও বৈদেশিক দায় পরিশোধের জন্য বাংলাদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার দরকার। ২০০১ সালে মোট আমদানী ব্যয়ের ২০ শতাংশ রেমিট্যান্স থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তার ৬৫ শতাংশ রেমিট্যান্স দিয়ে মেটানো সম্ভব বলে এডিবি মনে করছে। এছাড়া দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ২৯ শতাংশ এবং মোট রিজার্ভের ১৪৪ শতাংশের সমপরিমাণ রেমিট্যান্স বাংলাদেশে আসছে বলে এডিবি মনে করছে। শুধু তাই নয়, রেমিট্যান্স-এর প্রবৃদ্ধি না থাকতে বাংলাদেশ রিজার্ভ নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বলেও এডিবি মত দিয়েছে।

রেমিট্যান্স-এর গুরুত্ব বেশী বলেই সরকার বৈধ পথে প্রবাসীদের অর্থ দেশে নিয়ে আসার জন্য নানান ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রবাসীদের উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে সরকার ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, নন- রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট একাউন্ট (এনএফসিডি), এবং ন্যাশনাল সেভিংস্ স্কীম-এর মতো প্রকল্পগুলো চালু করেছে। এসব প্রকল্পের অধীনে অর্থ রাখলে বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বৈধ পথে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপ রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে তা দূর করতে সহায়তা করেছে। যার ফলে চলতি অর্থবছরের জুলাই এবং নভেম্বর মাসে রেমিট্যান্স-এর ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১ শতাংশ। প্রবাসীরা অর্থ পাঠালে তা তিনদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলী ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে চার্জ কমিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ থেকে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে রেমিট্যান্স ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকে রেমিট্যান্স মনিটরিং সেল খোলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তা হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন অংকের বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো হলে তার জন্য ভিআইপি কার্ড, গোল্ড কার্ড এবং সিলভার কার্ড প্রবর্তণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

দাতা সংস্থা এডিবির মতে, প্রবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ বৈধ পথে না পাঠানোর পেছনে অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হুন্ডি ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন। বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এলাকার লোকেরা হুন্ডির মাধ্যমে তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠায়। এডিবির মতে, বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো সময় সাপেক্ষ এবং জটিল ব্যাপার। এর জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন ফরম পূরণ করতে হয় যা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এছাড়া ব্যাংকিং প্রথা সম্পর্কে অনেকের ধারণা না থাকার কারণেও অনেকে হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠানো অনেক সহজ এবং এতে সময়ও অনেক কম লাগে। এডিবির মতে, হুন্ডির মাধ্যমে আসা অর্থ অনেক সময় চোরাচালানের মতো অবৈধ কাজে ব্যবহার হয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, হুন্ডির অধিকাংশ অর্থ বিভিন্ন প্রকার পণ্য, সোনা এবং মাদকদ্রব্য চোরাচালান কাজে ব্যবহার করা হয়।

এডিবি বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স নিয়ে আসতে সরকারকে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন। এডিবির মতে, একমাত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কম্পিউটারাইজেশন-এর মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। এছাড়া হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যও এডিবি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে। রেমিট্যান্স-এর প্রবৃদ্ধি আনয়নের জন্য এডিবি জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে।

বর্তমানে বৈদিশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে যে হৈ চৈ শুরু হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হ বৈধ পথে রেমিট্যান্স আনায়নের ব্যবস্থা করা। শুধু ত নয়, বৈধপথে রেমিট্যান্স আসলে সরকারকে অ বৈদেশিক দাতা সংস্থাসমূহের কাছে হাত পাততে হ না। কারণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর জ সরকার ইতোমধ্যে আইএমএফ-এর কাছে হ পেতেছে। ❑

কখন এবং কত অবমূল্যায়ন

সংশোধন-অর্থনীতির পাতায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত এ তালিকায় কিছুটা ভুল ছিল। ক্রয় ও বিক্রয় কলাম উল্টে যাওয়ায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ভুল সংশোধন করা হল।

সময়	ক্রয়	বিক্রি
জাতীয় পার্টি সরকার		
২৪ নভেম্বর ১৯৯০	৩৫.৭৪	৩৫.৮৪
বিএনপি আমল		
২০ আগস্ট ১৯৯১	৩৬.৮৪	৩৬.৯৪
৭ জুলাই ১৯৯১	৩৬.৪৪	৩৬.৫৪ (অতিমূল্যায়ন)
১৪ জুলাই ১৯৯১	৩৭.৬৪	৩৭.৭৪
৯ নভেম্বর ১৯৯১	৩৮.০৪	৩৮.১৪
১ ডিসেম্বর ১৯৯১	৩৮.১৯	৩৮.৩৯
৯ ডিসেম্বর ১৯৯১	৩৮.৩৫	৩৮.৪৫
২১ ডিসেম্বর ১৯৯১	৩৮.৫৩	৩৮.৬৩
১ জানুয়ারী ১৯৯২	৩৮.৭৫	৩৮.৮৫
৩১ মার্চ ১৯৯২	৩৮.৯৫	৩৯.০৫
২৭ এপ্রিল ১৯৯৩	৩৯.৭৫	৩৯.৮৫
১৭ জুলাই ১৯৯৩	৩৯.৭০	৩৯.৮০ (অতিমূল্যায়ন)
১ আগস্ট ১৯৯৩	৩৯.৮০	৩৯.৯০
৮ আগস্ট ১৯৯৩	৩৯.৭০	৩৯.৮০ (অতিমূল্যায়ন)
১২ আগস্ট ১৯৯৩	৩৯.৭৫	৩৯.৯৫
২ জানুয়ারী ১৯৯৪	৩৯.৯৭	৪০.১৭
২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪	৪০.০৩	৪০.২৩
২৭ মার্চ ১৯৯৪	৪০.১৫	৪০.৩৫
৭ মার্চ ১৯৯৫	৪০.০০	৪০.২০ (অতিমূল্যায়ন)
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	৪০.১৫	৪০.৩৫
১ অক্টোবর ১৯৯৫	৪০.৪০	৪০.৬০
২৮ অক্টোবর ১৯৯৫	৪০.৬৫	৪০.৮৫
৮ জানুয়ারী ১৯৯৬	৪০.৯০	৪১.১০
তত্ত্বাবধায়ক সরকার		
৮ এপ্রিল ১৯৯৬	৪১.৪০	৪১.৬০
২০ এপ্রিল ১৯৯৬	৪১.৬৫	৪১.৮৫
আওয়ামী লীগ সরকার		
১৫ জুলাই ১৯৯৬	৪১.৮০	৪২.০০
১ আগস্ট ১৯৯৬	৪২.০৫	৪২.২৫
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	৪২.২০	৪২.৪০
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬	৪২.৩৫	৪২.৫৫
৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭	৪২.৬৫	৪২.৮৫
১৯ মার্চ ১৯৯৭	৪৩.১০	৪৩.৩০
৭ এপ্রিল ১৯৯৭	৪৩.৫৫	৪৩.৭৫
২১ জুলাই ১৯৯৭	৪৪.০০	৪৪.২০
১৮ আগস্ট ১৯৯৭	৪৪.৪৫	৪৪.৬৫
২৬ অক্টোবর ১৯৯৭	৪৪.৮৫	৪৫.১৫
২৪ নভেম্বর ১৯৯৭	৪৫.৩০	৪৫.৬০
২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮	৪৬.১৫	৪৬.৪৫
২ জুলাই ১৯৯৮	৪৬.৯৫	৪৭.২৫
১৫ অক্টোবর ১৯৯৮	৪৮.৩৫	৪৮.৬৫
১৮ জুলাই ১৯৯৯	৪৯.৩৫	৪৯.৬৫
৩০ নভেম্বর ১৯৯৯	৫০.৮৫	৫১.১৫
১০ আগস্ট ২০০০	৫৩.৮৫	৫৪.১৫
২৪ মে ২০০১	৫৬.৫০	৫৭.৫০
বিএনপি সরকার		
৫ জানুয়ারী ২০০২	৫৭.৪০	৫৮.৪০